দৈনিক সংবাদ

তারিখ 14 MAY 1993
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস সম্পর্কে কর্মকমিশন

দায়ী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ

।। সাইফুল আমিন ।। পাবলিক সার্ভিস কমিশনে অনিয়ম উদ্‌ঘাটনে গঠিত তদন্ত কমিটি ১০ম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং ৯ম বিসিএস পরীক্ষার আবেদনপত্র সঠিকভাবে যাচাই/বাছাই না করার জন্য দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছে। কমিটির তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে: ৯ম ও ১০ম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। পরপর ২টি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ায় কমিশনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। এতে কমিশনের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট যত্নের অভাব প্রতীয়মান হয়েছে। ৯ম বিসিএস পরীক্ষার প্রার্থীদের আবেদনপত্র কর্মকমিশনের কর্মকর্তাগণ যথাযথভাবে যাচাই/বাছাই করেননি। এর জন্যে অনাবশ্যক হয়রানির শিকার হয়েছেন পরীক্ষার্থী।

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তে ১৯৯০ র ১২ই জুন সাবেক মন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলামের নেতৃত্বে প্রথম তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। এতে সদস্য ও সদস্য সচিব হিসেবে ছিলেন যথাক্রমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব আজিম উদ্দিন আহমদ ও রাষ্ট্রপতি সচিবালয়ের মহা-পরিচালক মুহম্মদ ফজলুর রহমান। কমিটিকে তদন্ত প্রতিবেদন পেশের জন্য ৮ সপ্তাহ সময় দেয়া হয়। গণআন্দোলনের মুখে সরকার পরিবর্তিত হওয়ায় কমিটি অসম্পূর্ণ থাকায় '৯১-এর ৩১শে মার্চ পূর্বে টার্মস অব রেফারেন্স অপরিবর্তিত রেখে পুনঃস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী ওসমান গনি খানকে চেয়ারম্যান, কৃষি সচিব কে, এম রব্বানীকে সদস্য এবং রাষ্ট্রপতি সচিবালয়ের মহাপরিচালক মুহম্মদ ফজলুর রহমানকে সদস্য সচিব করে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি সেপ্টেম্বরের ১৮ তারিখে তদন্ত রিপোর্ট চূড়ান্ত করে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, ১০ম বিসিএস লিখিত পরীক্ষার ৩টি প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার খবর সংবাদপত্রে (সংবাদ-এ) প্রকাশিত হওয়ার পর পরীক্ষা বাতিল করা হয়। এই বিষয়ে কমিশনের একজন সদস্যের নেতৃত্বে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। ঐ কমিটি তার প্রতিবেদনে বলেছে, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কমিশন অফিস থেকে ফাঁস হওয়ার সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। তবুও এ ব্যাপারে সরকারী মন্ত্রণালয়ের ওপর সন্দেহ অধিক। এ বিষয়ে সিআইডিকে সঠিক তথ্য উদ্‌ঘাটনে দায়িত্ব দেয়া হয়। সিআইডি '৯০-এর ৩০শে আগষ্ট দেয়া রিপোর্টে বলেছে : সরকারী মুদ্রণালয়ের শাখা প্রধান, লাইন অপারেটর, কম্পোজিটর, রিডার **প্রশ্ন ফাঁস : পৃঃ ২ কঃ ৬**

প্রশ্ন ফাঁস ঃ ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ও কপি হোল্ডারগণের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফাঁস হতে পারে। '৮৫ সালের ৯ম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া সম্পর্কে কমিশনের নিজস্ব প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঐ পরীক্ষার মোট ৮টি বিষয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়। সিআইডি'র তদন্তে পাওয়া গেছে যে, বিজি প্রেসের কম্পোজিটর লোকমান হাকিম মুন্সি তার আত্মীয় আবুল হোসেনকে ৫টি আবশ্যিক এবং ৩ টি ঐচ্ছিক বিষয়ের প্রশ্নপত্র সরবরাহ করে। আবুল এই প্রশ্নপত্রের কপি কমিশনের সাঁটলিপিকার মোখলেসুর রহমান পরে কমিশনের সহকারী পরিচালক নুরুজ্জামান এবং নিম্নমান সহকারী মোঃ আবদুস সোবহানকে তা সরবরাহ করে। '৮৫ সালে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার পর কমিশন প্রশ্নপত্রের জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। নিরাপত্তার জন্য কমিশন অফিসের একটি কক্ষকে রিমডেল করে ষ্ট্রং রুমে পরিণত করে ছাপার পূর্বে ও পরে সীল করে প্রশ্নপত্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এই ষ্ট্রং রুমে নির্ধারিত দু'একজন কর্মকর্তা বাদে কেউ ঢুকতে পারেন না। এছাড়া ষ্ট্রং রুমে যাওয়ার পথে আরো দু'তিনটি কামরা সীলমোহর করে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়। এদিকে ছাপার জন্য কমিশনের একজন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে তালাবদ্ধ অবস্থায় প্রশ্নপত্র বিজি প্রেসে পাঠানো হয়। ছাপানোর পর তা তালাবদ্ধ অবস্থায় পুলিশ প্রহরায় ষ্ট্রং রুমে এনে রাখা হয়। পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ষ্ট্রং রুমের সামনে পুলিশী প্রহরা থাকে। এরপরও ১০ম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে।